বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা।

১। ভূমিকাঃ

১৯৮৪ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ২৮ নং অর্ডিন্যান্স এর মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কর্মযাত্রা ১৯৮৬ সালে শুরু হয়। জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের একটি ইনস্টিটিউট হিসেবে বিএলআরআই এর ৯ নং আইনটি বিগত ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক বলবৎ করা হয়। গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, খাদ্য ও পুষ্টি ঘাটতি পূরণ, আয়বৃদ্ধি, প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন এবং প্রাণিজকৃষি উন্নয়নকে উপজীব্য করে স্বাবলম্বী ও মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইনস্টিটিউট বিগত ২০১৯-২০ অর্থ বছরে তিনটি নতুন প্রযুক্তিসহ এ পর্যন্ত মোট ৯০টি প্রযুক্তি/প্যাকেজ উদ্ভাবন করেছে এবং গত অর্থবছরে ৪টি প্রযুক্তি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর নিকট হস্তান্তর করেছে। সে সাথে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দকে হস্তান্তরিত প্রযুক্তিসমূহের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২। রূপকল্প (Vision):
দেশের প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে জাতীয় চাহিদার নিরীখে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

৩। অভিলক্ষ্য (Mission):
প্রাণিসম্পদের উৎপাদন সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ।

৪। প্রধান কার্যক্রম

- প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং গবেষণার মাধ্যমে সমস্যাগুলোর সমাধান ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- প্রাণিসম্পদের জাত সংরক্ষণ, উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও খাদ্য, বাসস্থান এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে লাগসই বা টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- দেশী ও বিদেশী জাতের ঘাস সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং খামারীদের মাঝে বীজ, কাটিং বিতরণ এবং ভেষজ স্বাস্থ্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- প্রাণিজ প্রোডাক্ট তৈরী, সংরক্ষণ এবং মূল্য সংযোজন প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ও বিপণন পদ্ধতির আর্থ-সামাজিক মূল্যায়ন ও বাজারজাত সমস্যা চিহ্নিতকরণ।
- খামারী পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তির প্রাথমিক সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং গণমাধ্যমে প্রচার ও প্রসারে সহায়তাকরণ।
- প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জাতীয় কর্মশালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজন এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ।
- প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংগঠনের সহিত যোগাযোগ স্থাপন।
- জাতীয় প্রয়োজনে প্রাণিসম্পদ ও অন্যান্য উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান এবং দায়িত্ব পালন।

৫। গুরুত্বপূর্ণ অর্জন: অত্র ইনস্টিটিউটের গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ক্রমিক নং-	মুল অর্জন/ সফলতার নাম	মুল অর্জন সম্পর্কে বর্ণনা (উপকৃত জনগোষ্ঠী, এলাকা, স্বল্পমেয়াদী, মধ্য মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী সামাজিক/অর্থনৈতিক প্রভাব)	আলোচ্য বিষয়ে ভিত্তি বছর ২০০৮ এর অবস্থা
ক)	জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন	বিএলআরআই খামার জাত ৯টি প্রজাতির ২৭টি প্রাণী ও পোল্ট্রি জাত সংরক্ষণ ও উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এদের মধ্যে গরুর জাত ৩টি (রেড চিটাগাং ক্যাটল, মুন্সিগঞ্জ ক্যাটেল ও বিএলআরআই ক্যাটেল ব্রিড-১ বা পাবনা), মহিষের ১টি, ছাগলের ৫টি (ব্ল্যাক বেঙ্গল, ব্রাউন বেঙ্গল, টোগেনবার্গ প্যাটান, ডার্চবেল্ট প্যাটার্ন ও সলিড হোয়াইট), ভেড়ার ৩টি (বরেন্দ্র অঞ্চলের দেশী ভেড়া, উপকুলীয় অঞ্চলের দেশী ভেড়া ও যমুনা আববাহিকার দেশী ভেড়া), মুরগির ৩টি (কমন দেশী মুরগি, গলাছিলা মুরগি, হিলি মুরগি), হাঁসের ২টি (রুপালি ও নাগেশ্বরী), কোয়েলের ৩টি (ঢাকাইয়া, সাদা ও কালো কোয়েল), তিতিরের ৪টি (সাদা, ব্রোনজ,	• ৯টি প্রজাতির ১২টি প্রাণী ও পোল্ট্রি জাত। • নিউক্লিয়াস হার্ডে আরসিসি গাভী প্রতি দৈনিক গড় দুধ উৎপাদন ছিল ৩-৪ লিটার। খামারী পর্যায়ে গাভী প্রতি দৈনিক গড় দুধ উৎপাদন ছিল ১.৫-২ লিটার। • বিএলআরআই ক্যাটেল ব্রিড-১ এর দুধ উৎপাদন ছিল ৩-৪ লিটার।

		কাল ও লেভেন্ডার) এবং কবুতরের ২টি জাত রয়েছে। **অধিকাংশ জাতগুলোর উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি নিম্নরুপ বৃদ্ধি পেয়েছে-** **রেড চিটাগাং ক্যাটলঃ** নিউক্লিয়াস হার্ডে জাতটির গাভী প্রতি দৈনিক দুধ উৎপাদন ৩-৪ লিটার থেকে ৫-৬ লিটারে এবং খামারী পর্যায়ে ২-২.৫ লিটার থেকে ৩-৪ লিটারে উন্নীত হয়েছে। **বিএলআরআই ক্যাটেল ব্রিড-১:** নিউক্লিয়াস হার্ডে জাতটির গাভী প্রতি দৈনিক দুধ উৎপাদন ৩-৪ লিটার থেকে ৫-৬ লিটাওে উন্নীত হয়েছে। **মহিষঃ** দেশী মহিষের দুধ উৎপাদন ২-৩ লিটার থেকে ৪-৫ লিটারে উন্নীত হয়েছে। **মুরগিঃ** দেশী মুরগির বাৎসরিক ডিম উৎপাদন ১১০-১২০ থেকে ১৭০-১৮০টিতে উন্নীত হয়েছে। হিলি মুরগীর ৮ সপ্তাহের মার্কেট ওয়েট ৪০০-৪৫০ থেকে ৯০০-১০০০ গ্রামে উন্নীত হয়েছে। বিএলআরআই উন্নীত এসকল কৌলিকসম্পদ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, এনজিও এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরাসরি খামারীদের মাঝে বিতরনের মাধ্যমে দেশীয় জাতসমূহের উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। উপকতৃ জনগোষ্ঠীঃ দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারী খামারী ও উদ্যোক্তাগণ। এলাকাঃ সমগ্র বাংলাদেশ। মেয়াদঃ দীর্ঘ মেয়াদী অর্থনৈতিক প্রভাবঃ খামারী পযায়ে প্রজনন কাজে বিএলআরআই উন্নীত দেশী জাতের প্রাণী ও পোল্ট্রি ব্যবহারের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে দেশী প্রজাতি ও জাতসমূহের দুধ, ডিম ও মাংস উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা খামারীর পারিবারিক পুষ্টি সরবরাহ এবং আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।	• দেশী মহিষের দৈনিক গড় দুধ উৎপাদন ছিল ২-২.৫ লিটার। • দেশী মুরগির বাৎসরিক ডিম উৎপাদন ছিল ১১০-১২ টি।
খ)	মুরগীর জাত উদ্ভাবন	গবেষণার মাধ্যমে দেশীয় আবহাওয়ায় পালনযোগ্য অধিক ডিম উৎপাদনশীল ২টি লেয়ার স্ট্রেইন (শুভ্রা ও স্বর্ণা) এবং ১টি মাংস উৎপাদনকারী (মাল্টি কালার টেবিল চিকেন বা সংক্ষেপে এমসিটিসি) মুরগীর জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালে শুভ্রা স্ট্রেইনটি খামারী পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য উন্মুক্ত করেন। বিএলআরআই উদ্ভাবিত স্ট্রেইন ২টি বছরে ২৮০ থেকে ৩০৫টি ডিম দেয়। এমসিটিসি ৮ সপ্তাহ বয়সে গড়ে ১ কেজি ওজন হয়। এদের মাংসের স্বাদ দেশী মুরগির মতো। উপকৃত জনগোষ্ঠীঃ বাংলাদেশের সকল ধরনের খামারীগণ বিএলআরআই উদ্ভাবিত এসকল মুরগির স্ট্রেইন পালন করতে পারবে। এলাকাঃ সমগ্র বাংলাদেশ মেয়াদঃ দীর্ঘ মেয়াদী অর্থনৈতিক প্রভাবঃ দেশীয় আবহাওয়ায় পালন উপযোগী জাত বিধায় খামারীগণ তুলনামূলক অধিক লাভবান হয়ে থাকে। স্বল্পমুল্যে প্রান্তিক খামারিগণ অধিক ডিম ও মাংস উৎপাদনকারী মুরগির বাচ্চা পালন করে অর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয় ঘটাচ্ছে। দেশী উদ্ভাবিত এসকল জাত ব্যবহারের ফলে আমদানি নির্ভরতা হ্রাস পাচ্ছে।	• বানিজ্যিকভাবে ডিম বা মাংস উৎপাদনকারী দেশী জাতের মুরগির কোন জাত ছিল না। • ডিম পাড়া মুরগির জাত উদ্ভাবনের জন্য ১৯৯৯ সালে গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়ে ২০১১ সালে শুভ্রা এবং ২০১৮ সালে স্বর্ণা জাত ২টি উদ্ভাবিত হয়। • মাংস উৎপাদনকারী মুরগির জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে ২০১২ সালে গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়ে ২০১৮ সালে এমসিটিসি জাতটি উদ্ভাবিত হয়।
গ)	উচ্চফলনশীল ফডার জাত	বিএলআরআই গবেষণার মাধ্যমে ৫টি ফডারের জাত উদ্ভাবন করেছে। জাতগুলো হচ্ছে নেপিয়ার ১, নেপিয়ার ২, নেপিয়ার ৩, নেপিয়ার ৪	• ২০০৯ সালের পূর্বে বিএলআরআই উদ্ভাবিত ২টি

	উদ্ভাবন	এবং লবণ সহিষ্ণু ফডার জাত। নেপিয়ার ১-৪ ফডার জাতগুলো দেশের বিভিন্ন জেলায় বানিজ্যিকভাবে খামারী পর্যায়ে চাষ হচ্ছে যা বর্ধনশী ডেইরী খামারে আঁশজাতীয় খাদ্যের যোগান দিচ্ছে। লবণ সহিষ্ণু ফডার জাতটি দেশের উপকুলীয় অঞ্চলে চাষের জন্য উদ্ভাবন করা হয়েছে। বাগের হাটের কিছু জায়গায় জাতটির পরীক্ষামুলক চাষ শুরু করা হয়েছে। উপকৃত জনগোষ্ঠীঃ বাংলাদেশের সকল ধরনের গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া পালনকারী খামারীগণ। এলাকাঃ সমগ্র বাংলাদেশ মেয়াদঃ দীর্ঘ মেয়াদী অর্থনৈতিক প্রভাবঃ বানিজ্যিকভাবে ঘাস চাষ করে খামারীগণ অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হচ্ছেন। এছাড়াও, ফডার জাতগুলো দেশে ডেইরী শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।	অধিক ফলনশীল ফডার জাত ছিল। ● খামারী পযায়ে স্বল্প পরিসরে ফডার চাষ হতো।
ঘ)	গবাদি প্রাণী ও পোল্ট্রির ভ্যাকসিন (২ টি), এন্টিজেন (১ টি) ও রোগ নিয়ন্ত্রণ মডেল (২ টি) উদ্ভাবন।	**ভ্যাকসিনঃ** ১। তাপ সহিষ্ণু পিপিআর টীকা উদ্ভাবন ২। ক্ষুরা রোগের ত্রিযোজি টীকা উদ্ভাবন **এন্টিজেনঃ** ১। এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা (বার্ড-ফ্লু) পরীক্ষার জন্য এন্টিজেন উদ্ভাবন **রোগ নিয়ন্ত্রণ মডেলঃ** ১। ছাগলের পিপিআর রোগ নিয়ন্ত্রণ মডেল ২। গরু মহিষের ক্ষুরারোগ দমন মডেল উপকৃত জনগোষ্ঠীঃ সারা দেশের প্রাণিসম্পদ/ পোল্ট্রি খামারী এলাকাঃ সমগ্র বাংলাদেশ **স্বল্পমেয়াদী, মধ্য মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী সামাজিক/অর্থনৈতিক প্রভাবঃ** ● টিকা/টেস্ট কিট আমদানি বাবদ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় সাশ্রয় হচ্ছে। ● সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী মুল্যে টিকা পাওয়ায় খামারীরা ব্যাপকহারে গরু ছাগলকে টিকা প্রদান করছে। ● মৃত্যুহার হ্রাস পাওয়া ও রোগমুক্ত থাকায় প্রাণী উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ● দেশে উদ্ভাবিত এন্টিজেন ব্যবহার করে সাশ্রয়ী মুল্যে বার্ড-ফ্লু নিয়ন্ত্রণ করে পোল্ট্রি শিল্প রক্ষা ও মানুষের বার্ড-ফ্লু সংক্রমন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে।	● এ ধরণের প্রযুক্তি ছিলনা এবং ফলশ্রুতিতে টিকা ও এন্টিজেন আমদানি বাবদ বৈদেশিক মুদ্রা বেশি খরচ হত, রোগের প্রাদুর্ভাব ও রোগজনিত মৃত্যু বেশি থাকায় উৎপাদন ব্যহত হত।
ঙ)	প্রাণী ও পোল্ট্রি খাদ্য, পুষ্টি ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন	শুরু থেকে এখন পযন্ত ৯১ টি প্রযুক্তি ও প্যাকেজ উদ্ভাবিত হয়েছে। বিএলআরআই উদ্ভাবিত গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের খুদ্র, মাঝারি ও বানিজ্যিক খামারীরা মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচনে ভুমিকা রাখছে। এ ছাড়া টিএমআর প্রযুক্তি, খনিজের অভাব পুরনে 'মিনামিক্স' উদ্ভাবন, ডোল পদ্ধতিতে ঘাস সংরক্ষণ, ক্যালসিয়াম ফ্যাটি এসিড সল্ট, গো-খাদ্য হিসাবে সজনা (পাতা ও কাণ্ড) ব্যবহার, সবজীর বর্জ্য হতে খাদ্য উৎপাদন, বাণিজ্যিকভাবে ছাগল ও ভেড়া পালনে "সাশ্রয়ী কমপ্লিট পিলেট ফিড" ইত্যাদি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। খামারী পযায়ে এসকল প্রযুক্তি ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে।	● ২০০৭ সাল পর্যন্ত ৫৯ টি প্রযুক্তি ও প্যাকেজ উদ্ভাবিত হয়েছিল এবং খামারী পর্যায়ে প্রযুক্তিগুলোর ব্যবহার ছিল সীমিত।

		উপকৃত জনগোষ্ঠীঃ সারা দেশের প্রাণিসম্পদ খামারী, শিল্পোদ্যোক্তা। এলাকাঃ সমগ্র বাংলাদেশ **স্বল্পমেয়াদী, মধ্য মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী সামাজিক/অর্থনৈতিক প্রভাবঃ** ● গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশ মাংস উৎপাদনে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করেছে, কোরবানিতে নিজস্ব উৎপাদিত গবাদি প্রাণী দিয়েই চাহিদা মিটানো সম্ভব হচ্ছে, এছাড়াও এই প্রযুক্তি আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনে ভুমিকা রাখছে। ● ঘাসের সরবরাহ বৃদ্ধি এবং খাদ্য প্রযুক্তি পাওয়ায় দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।	
চ)	খামার বর্জ্য হতে বায়ো-বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বায়স্লারি হতে উন্নত জৈব সার উদ্ভাবন	প্রাণিসম্পদ খামারে উন্নত, পরিবেশ-বান্ধব ও লাভজনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চালু করার লক্ষ্যে বিএলআরআই এর গরু ও মহিষের খামারে পৃথকভাবে দুইটি বর্জ্য হতে বায়ো-বিদ্যুৎ উৎপাদন ইউনিট" স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি ইউনিটে রয়েছে একটি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ও বায়োগ্যাস হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জেনারেটর। বর্জ্য হতে উৎপাদিত এই বিদ্যুৎ খামারের চাহিদা পূরণ করে এবং প্রতি মাসে প্রায় ১০,০০০ টাকার বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয় হয়। এছাড়াও বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের বায়স্লারি ব্যবহার করে উন্নত জৈবসার উদ্ভাবন করা হচ্ছে। উপকৃত জনগোষ্ঠীঃ সাধারণ খামারী, প্রশিক্ষণার্থী, এনজিও কর্মী এলাকাঃ সমগ্র বাংলাদেশ **স্বল্পমেয়াদী, মধ্য মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী সামাজিক/অর্থনৈতিক প্রভাবঃ** বর্জ্য হতে উৎপাদিত এই বিদ্যুৎ ব্যবহার করে বিএলআরআই-তে প্রতি মাসে প্রায় ১০,০০০ টাকার বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয় হয়। একইভাবে এই মডেল খামারী পর্যায়ে রেপ্লিকেশনের মাধ্যমে অনেক অর্থনৈতিক সাশ্রয় হতে পারে। এই প্রক্রিয়াতে খামার বর্জ্যের আধুনিক ব্যবস্থাপনার ফলে পরিবেশের উন্নয়ন হচ্ছে।	● প্রচলিত পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনা।
ছ)	গবেষণা বহুমখী করণ ও সম্প্রাসারণ	অঞ্চলভিত্তিক প্রাণী ও পোল্ট্রি সম্পদ গবেষণা এবং জীবপ্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিএলআরআই এর একটি বায়োটেকনোলি বিভাগ চালু করা হয়। এছাড়াও ফরিদপুর, যশোর ও রাজশাহীতে ৩টি নতুন আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এসকল আঞ্চলিক কেন্দ্রে স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য গবেষণা কাযক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উপকৃত জনগোষ্ঠীঃ প্রাণী ও পোল্ট্রি সংশ্লিষ্ট সকল পযায়ের খামারী ও উদ্যোক্তাগণ। এলাকাঃ সমগ্র বাংলাদেশ **স্বল্পমেয়াদী, মধ্য মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী সামাজিক/অর্থনৈতিক প্রভাবঃ** নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে লাভজনক খামার ব্যবস্থাপনায় ভূমিকা রাখবে। যা দেশে দুধ, ডিম ও মাংস উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য	● ঢাকায় প্রধান কার্যালয় ব্যতিত শুধু বান্দরবান ও সিরাজগঞ্জে আঞ্চলিক কেন্দ্র বিদ্যমান ছিল। ● বায়োকেনোলজি বিভাগ ছিল না।

		অবদান রাখবে।	

৬। উন্নয়ন প্রকল্প

অত্র ইনস্টিটিউট ২০০৮ সাল হতে অদ্যবধি প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে বিভিন্ন ধরণের উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনা করছে। নিম্নে প্রকল্প সমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উল্লেখ করা হলো-

সমাজ ভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প: প্রকল্পটির মেয়াদকাল ১/৭/২০০৬-৩০/৬/২০১১ এবং প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ)-৪৫৬.৩৯। প্রকল্পটির মাধ্যমে দেশী ভেড়া সংরক্ষণ ও জাত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকা নোয়াখালী, টাংগাইল এবং নওগাঁ জেলায় ২০ জন করে মোট ৬০ জন খামারীকে 'সমাজ ভিত্তিক ভেড়া পালন মডেল' এর আওতায় এনে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভেড়া পালনে উৎসাহিত করা হয়েছে।

পোল্ট্রি প্রযুক্তি উন্নয়ন ও পরীক্ষণ প্রকল্প: প্রকল্পটির মেয়াদকাল ১/৭/২০০৭-৩০/৬/২০১২ এবং প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ)- ৩৫১৩.০০। 'শুভ্রা' নামে একটি বাণিজ্যিক লেয়ার বা ডিমপাড়া মুরগীর জাত উদ্ভাবন। প্রকল্পের ১২টি প্রযুক্তি পরীক্ষণ কেন্দ্রে পোল্ট্রি খামারীদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও লাভজনকভাবে পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সফলতা লাভের লক্ষ্যে পোল্ট্রি ফোরাম গঠন করা হয়েছে। নন-ইলেকট্রিক চিক ব্রুডিং পদ্ধতি উদ্ভাবন। পোল্ট্রি খামারীদের জন্য 'বায়োসিকিউরিটি স্ট্যান্ডার্ড' তৈরি।

রেড চিটাগাং ক্যাটল জাত উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প: প্রকল্পটির মেয়াদকাল ১/৭/২০০৬-৩০/৬/২০১১ এবং প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ)-৬৯০.০০। বিএলআরআই গবেষণা খামার এবং জাতটির উৎপত্তিস্থল চট্টগ্রাম জেলার পাঁচটি উপজেলায় কমিউনিটি খামারী গঠন করে জাতটির সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন। সংক্ষরণ ও কৌলিক উন্নয়ন গবেষণার মাধ্যমে জাতটির উন্নয়ন। গবেষণা খামার ও খামারী পর্যায়ে আরসিসি গরুর দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি।

বিএলআরআই'র আঞ্চলিক কেন্দ্রের গবেষণা ও খামারী পর্যায়ে প্রযুক্তি পরীক্ষণ জোরদারকরণ প্রকল্প: প্রকল্পটির মেয়াদকাল ১/৭/২০১০-৩০/৬/২০১৪ এবং প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ)- ১২৫১.৫৪। প্রকল্পের মাধ্যমে নাইক্ষ্যংছড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্রে বিভিন্ন প্রকার পাহাড়ী গবাদি প্রাণির (মুরগী, ছাগল, গয়াল, হরিণ) সংরক্ষণ ও জাত উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা গবেষণা ছাড়াও উন্নত জাতের ঘাসের জার্ম-প্লাজম ব্যাংক তৈরী করা হয়েছে এবং বিএলআরআই'র দুটি আঞ্চলিক কেন্দ্রে একটি নিউট্রিশন ও একটি ডিজিজ ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরী স্থাপন, রোড নির্মাণ, প্রাণী সেড পোল্ট্রি সেড নির্মাণ ফেইজ বিদ্যুৎ লাইন; মাটি ভরাট এবং বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ ও উভয় কেন্দ্রের জন্য উল্লেখসংখ্যক ল্যাব যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে।

মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-বি, ২য় সংশোধিত): প্রকল্পটির মেয়াদকাল ০১/০১/২০১০ থেকে ৩০/০৬/২০১৭ এবং প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ)- ২৯৪২.৬৯)। প্রকল্পের আওতায় মহিষের উন্নয়নে বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। গবেষণা থেকে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসমূহ হচ্ছে- নির্বাচিত এলাকার মহিষের ফেনোটাইপিক বৈশিষ্ট্যায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে, বাংলাদেশের আবহাওয়ায় সংকর জাতের মহিষের অভিযোজন মূল্যায়ন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মহিষের দুধের পুষ্টিমান ও গুণাগুন নির্ণয় করা হয়েছে, দেশীজাতের মহিষ সংরক্ষণ এবং কৌলিকমান উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে, মহিষের দুধ থেকে দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনপূর্বক এদের পুষ্টিমান বিশ্লেষণ করা হয়েছে, দেশব্যাপী কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণের জন্য মহিষের ইস্ট্রাস-সিনক্রোনাইজেশন প্রটোকল ও সিমেন ক্রায়োপ্রিজারভেশন প্রযুক্তি উন্নয়ন করা হয়েছে, মহিষের কৃত্রিম প্রজননে গর্ভধারণের হার নির্ণয় করা হয়েছে, সোমাটিক সেল কালচার প্রটোকল উন্নয়ন, প্রজননের জন্য ষাঁড় মহিষ নির্বাচন ও পালন ব্যবস্থাপনা, হাইড্রোপোনিক পদ্ধতিতে ফাডার উৎপাদন প্রযুক্তি উন্নয়ন, মহিষ পালনকারী অঞ্চলগুলোতে প্রাপ্ত ফডারসমূহ সংগ্রহ ও বৈশিষ্ট্যয়ন সম্পন্ন করা হয়েছে, নির্বাচিত এলাকায় মহিষ উৎপাদনের অর্থনৈতিক উপযোগীতা মূল্যায়ন, প্রাণীর দৈহিক ওজন, দুধ উৎপাদন এবং শশীরবৃত্তীয় অবস্থার বিবেচনায় স্বল্প খরচে স্থায়ানীয়ভাবে প্রাপ্তি খাদ্য উপাদানগুলো দিয়ে মহিষষের রেশন ফরমুলেশন করার জন্য মোবাইল ফিডমাস্টার এ্যাপস তৈরী করা হয়েছে, দুগ্ধবর্তী গাভী ও বাড়ন্ত ষাঁড়ের ফিডিং সিস্টেম উন্নয়ন করা হয়েছে, অল্প বয়সে যৌবন প্রাপ্তির লক্ষ্যে বকনা মহিষের খাদ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, দেশে মহিষের রোগের প্রাদুর্ভাব মূল্যায়ন করা হয়েছে, মহিষের রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য জীব-নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা এবং কৃমিদমন কৌশর উদ্ভাবন করা হয়েছে, বাছুরের নিউমোনিয়া, গাভীর ওলানফোলা এবং গলাফোলা রোগের চিকিৎসার জন্য সংবেদনশীল এন্টিবায়োটিক চিহ্নিত করা হয়েছে, জার্নালে ৬টি গবেষণা প্রবন্ধ এবং প্রোসেডিং এ ৩৮টি গবেষণা সারাংশ প্রকাশ করা হয়েছে। এছড়াও মহিষ গবেষণা খামার আধুনিকায়ন, ১টি বায়োটেকনোলজি ভবন নিমাণ ১টি মহিষ কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার নিমাণ। বায়োটেকনোলজি ল্যাবরেটরির জন্য ল্যাব যন্ত্রপাতি এবং মহিষ গবেষণা খামারের জন্য খামার যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে।

সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্পঃ প্রকল্পটির মেয়াদকাল ১/৭/২০১২-৩০/৬/২০১৭ এবং প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ)- ১৪৬৭.১৪। দেশের যমুনা ও বরেন্দ্র অববাহিকায় প্রাপ্ত দেশীয় ভেড়ার জাত উন্নয়ন, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য ও ব্যবস্থাপনা এবং কমিউনিটি ভিত্তিক ভেড়া পালন ও ভেড়া হতে উৎপাদিত পশমের ভ্যালু এডেড উৎপাদ তৈরী করা বিষয়ে গবেষণা বাস্তবায়ন করা হয়েছে প্রকল্প হতে ল্যাবেরটরী যন্ত্রপাতি আসবাবপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে ক্ষুরারোগ ও পিপিআর গবেষণা প্রকল্প (২য় সংশোধিত): প্রকল্পটির মেয়াদকাল ০১/০৭/২০১১ থেকে ৩০/০৬/২০১৯ এবং প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ)- ১২৫৪.০০। প্রকল্পের আওতায় মূলত ক্ষুরারোগ ও পিপিআর রোগের প্রাদুর্ভাব সংক্রান্ত মলিকুলা গবেষণা সম্পন্ন হয়। পিপিআর রোগের ভাইরাস সনাক্তকরণে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ৩২৫ টি লক্ষণযুক্ত সংক্রামিত ছাগলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। চঈজ পরীক্ষায় ২৯৩ টি নমুনায় (৯০.১৫%) পিপিআর ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়। তথ্য বিশ্লেষণে আরো দেখা গেছে, তুলনামূলকভাবে ৬ মাসের বেশি বয়সী ছাগলে পিপিআর রোগে সংক্রমণের হার (৪৩%) অপেক্ষা ৬ মাসের কম বয়সী ছাগলে আক্রান্তের হার (৫৭%) বেশি। বছরের সব ঋতুতেই এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় তবে ধর্মীয় উৎসবের সময়ে ছাগল-ভেড়া স্থানান্তর বাড়লে পিপিআর রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য জাতের ছাগলের চেয়ে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল বেশি সংবেদনশীল। ক্ষুরারোগের ঝুঁকি মডেল অনুযায়ী দেখা যায়, পশুখাদ্য বিক্রেতাদের সংগে সংস্পর্শের কারণে ক্ষুরারোগের প্রাদুর্ভাবের ঝুঁকি ৯.৩৬% বৃদ্ধি পায়। আন্তজেলা সংযোগ সড়কের ১ (এক) কিলোমিটারের কম দূরত্বে খামার/বসতবাড়ীর অবস্থান ক্ষুরারোগের ঝুঁকি ১.৭৬ গুন বাড়ায়। খামারে নতুন পশুর অন্তর্ভুক্তি ক্ষুরারোগের ঝুঁকি দ্বিগুন বাড়ায়। ক্ষুরারোগের টীকা প্রদান এ রোগের প্রাদুর্ভাব ৭৪% হ্রাস করতে ভূমিকা রাখে। এছাড়াও পুরাতন ভাইরোলজি ল্যাবরেটরী (৩২০ বর্গ মিটার) সংস্কার, ভাইরোলজি ল্যাবরেটরী (৩২০ বর্গ মিটার) উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ এবং রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার রাজাবাড়ী হাটে অফিস কাম-ল্যাবরেটরী (১২০ বর্গ মিটার) নির্মাণ।

ফডার গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পঃ প্রকল্পটির মেয়াদকাল জুলাই/২০১২-জুন/২০১৯ এবং প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ)- ৪৩১৯.৭৯)। প্রকল্পের গবেষণা সংক্রান্ত অর্জনের মধ্যে রয়েছে- বিএলআরআইতে ফডারের জার্ম-প্লাজম ব্যাংক (বহিরাগত এবং স্থানীয়র) প্রতিষ্ঠা, স্বল্প দামের সাইলেজ (ডোল সাইলেজ) প্রযুক্তির বিকাশ, দুগ্ধ ও মোটাতাজাকরণের জন্য টিএমআর প্রযুক্তির বিকাশ, ক্ষুদ্র দুগ্ধ-খামারিদের ৫টি গাভী পালনে বছরব্যাপী কাঁচা-ঘাস প্রাপ্যতা নিশ্চিতে ফডার চাষের পরিকল্পনা মডেল উন্নয়ন, হাওড় অঞ্চলে বছরব্যাপী কাঁচা-ঘাস প্রাপ্যতা নিশ্চিতে ফডার চাষের পরিকল্পনা মডেল উন্নয়ন, বাংলাদেশে সমুদ্র ও নদী উপকূলীয় অঞ্চলে বছরব্যাপী কাঁচা-ঘাস প্রাপ্যতা নিশ্চিতে ফডার চাষের পরিকল্পনা মডেল উন্নয়ন, উদ্ভিদ জৈব- প্রযুক্তি প্রয়োগে লবন সহিষ্ণু নেপিয়ারের নতুন জাত উন্নয়ন, সজনের ট্যাক্সোনমি এবং টিস্যু-কালচার কৌশল প্রয়োগে সজনের ব্যপক হারে বংশবিস্তার ঘটানো, সজনেকে প্রাণীর সবুজ ফডার হিসাবে খাওয়ানোর কৌশল উদ্ভাবন, সজনের ব্যপক উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এর কৃষিতাত্বিক ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন, খরা প্রবণ-বরেন্দ্র অঞ্চলে উচ্চফলনশীল ফডার উৎপাদন পরীক্ষণ ও অভিযোজন ঘটানো, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে উচ্চফলনশীল ফডার উৎপাদন পরীক্ষণ ও অভিযোজন ঘটানো। এছাড়াও দুটি আঞ্চলিক কেন্দ্র যথা ৩ একর জমিতে যশোর আঞ্চলিক গবেষণা উপ-কেন্দ্র স্থাপন এবং ৩ একর জমিতে ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলায় আঞ্চলিক গবেষণা উপ-কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

দেশী মুরগি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্পঃ প্রকল্পটির মেয়াদকাল নভেম্বর/২০১৪ থেকে জুন/২০১৮ এবং প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ)- ১১১৩.০০। প্রকল্পটিতে মূলত দেশী মুরগি নিয়ে গবেষণা করা হয়। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এ সিলেকটিভ ব্রীডিং প্রোগ্রম চালু করা হয়। সাত (০৭) জেনারেশন সিলেকশনের পর ডিম উৎপাদন বেড়েছে ১১০ থেকে ১৮০ টি এবং চলমান গবেষণায় পজেটিভ কৌলিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বিএলআরআই উন্নয়নকৃত ২৪০০ দেশী মুরগি ৬ টি প্রকল্প এলাকার (নকলা, শেরপুর; সোনাগাজী, ফেনী; দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর; জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট; কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ; ডুমুরিয়া, খুলনা) ৩০০ জন খামারীদের মাঝে বিতরণ করা হয়। প্রতিটি খামারীকে ৬ টি মুরগী ও ২ টি মোরগ সরবরাহ করা হয়। মাঠ পর্যায়ে এবং গবেষণা খামারে দেশী মুরগিগুলোর উৎপাদন দক্ষতা আশাতীত উৎকর্ষ সাধন করেছে। গ্রামীণ খামারীদের বিশেষ করে মহিলাদের জীবন যাত্রার মানের পরিবর্তন হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের সকল খামারীই ছিল মহিলা। তারা দেশী মুরগি পালন করে বছরে প্রতিটি মুরগি থেকে ৬০টি বাচ্চা উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের প্রতি বছর ১০ টা মুরগি থেকে উপার্জন ছিল ৩৪৫০/- টাকা। আয়-ব্যয়ের অনুপাত ছিল ২. ০৪: ১। সুফলভোগী খামারীরা পারিবারিক পুষ্টির (ডিম ও মাংস) যোগান দিত এই সব দেশী মুরগি পালনের মাধ্যমে। তাদের উপার্জন শিশু শিক্ষা, শিশুদের খাতা, কলম কিনে দেয়া, পড়ার টেবিল কিনে দেয়া, চিকিৎসা ইত্যাদি নানা কাজে ব্যবহৃত হত। এই প্রকল্পের মাধ্যমে "দেশী মুরগি পালন মহিলা সমবায় সমিতি" গঠন করা হয় এবং এই সমিতির বর্তমান সঞ্চয় ৫০,০০০/- টাকা থেকে ৮০,০০০/- টাকা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে তিনটি পোল্ট্রি শেড (ব্রুডার হাউজ, গ্রোয়ার হাউজ ও লেয়ার হাউজ) নির্মাণ করা হয়।

কানেকটিং রোড (হেরিং বোন ভূমি উন্নয়নসহ) ১৫০০ বর্গ মি., কানেকটিং রোড (কার্পেটিং ভূমি উন্নয়নসহ) ৩১০০ বর্গ মি. সিলকোট অফ এক্সিস্টিং ইন্টারনাল রোড ৪০০০ বর্গ মি. ১১৬৬ আরএম বাউন্ডারী ওয়াল ও ভূমি উন্নয়ন নির্মাণ করা হয়েছে।

ডেইরী উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্প (১ম সংশোধিত): প্রকল্পটির মেয়াদকাল জানুয়ারি/২০১৬ খ্রিঃ হতে জুন/২০২১ খ্রিঃ এবং প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ)- ২২২৭.০০। প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে-অধিক উৎপাদনশীল সুনির্দিষ্ট সংকরায়নের (৫০% দেশী ও ৫০% ফ্রিজিয়ান) মাধ্যমে দুগ্ধজাত গাভীর জাত উদ্ভাবন, দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বল্প মূল্যের টেকসই গো-খাদ্য এবং খাওয়ানো পদ্ধতির প্রযুক্তির উদ্ভাবন, দুধাল গাভীর প্রধান প্রধান রোগসমূহ সনাক্তকরন, নিয়ন্ত্রন ও প্রতিরোধ কৌশল উদ্ভাবন এবং প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন কলা-কৌশল উদ্ভাবন।

বাংলাদেশে জুনোসিস এর লক্ষ্য অর্জনে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স এবং জুনোসিস প্রতিরোধ প্রকল্প: প্রকল্পটির মেয়াদকাল সেপ্টেম্বর/২০১৭ থেকে সেপ্টেম্ব/২০২০ এবং প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ)- ৮৮২.৩১। গবাদিপশু ও পোল্ট্রি ভেলু চেইন ভিত্তিক অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স নজরদারি (surveillance) কার্যক্রম প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এবং চলমান রয়েছে, এবং যুক্তিসঙ্গত ও যথাযথ এন্টিবায়োটিক ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে এবং নিরাপদ খাদ্য বৃদ্ধিকরা হয়েছে।

রেড চিটাগাং ক্যাটেল উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়): প্রকল্পটির মেয়াদকাল জানুয়ারী/২০১৮ খ্রিঃ হতে ডিসেম্বর/২০২১ এবং প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ)- ৩৪৪২.০০। প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে- ওপেন নিউক্লিয়াস ব্রীডিং পদ্ধতিতে আরসিসি-র সংরক্ষণ; গ্রামীণ অঞ্চলের দেশি গাভীকে আরসিসি বীজ দ্বারা পাল দিয়ে উন্নীত বংশধর উৎপাদন ও তাদের উৎপাদন দক্ষতা যাচাই; আরসিসি-র সর্বোৎকৃষ্ট পালে (elite stock) সর্বাধুনিক কৌশল ও প্রযুক্তির ব্যবহার (উদাঃ জীন-রহস্য, অধিক ডিম্বস্থলন ও ভ্রুন স্থানান্তর ইত্যাদি); মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষক (বিজ্ঞানী ও সরকারী কর্মকর্তা), কৃত্রিম প্রজনন কর্মী এবং গাভী পালনকারী খামারি প্রশিক্ষণ; এবংআরসিসিকে প্রচারনার মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরা এবং একে জাত হিসাবে স্বীকৃতি অর্জন।

পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ প্রকল্প: প্রকল্পটির মেয়াদকাল জুলাই/২০১৯ থেকে জুন/২০২৪ এবং প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ)- ১২৩৩৫.০০। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে- ক) পোল্ট্রির প্রজাতি সমূহ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, জাত উন্নয়ন এবং অধিক মাংস ও ডিম উৎপাদনশীল স্ট্রেইন উদ্ভাবন, খ) ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত পোল্ট্রি প্রযুক্তিগুলোর ভেলিডেশন, সংস্কারকরণ এবং প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গ) অপ্রচলিত ও বিদ্যমান পোল্ট্রি খাদ্য উপাদান সমূহের পুষ্টিগতমান নিরুপন এবং গবেষণার মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যে পোল্ট্রির মাংস ও ডিমের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও ভ্যালু এডিশন, ঘ) পোল্ট্রি বিষয়ক বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে নিরাপদ মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি, ঙ) পোল্ট্রি খামারীদের প্রযুক্তিগত সহযোগিতা প্রদান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং চ) বিএলআরআই এর পোল্ট্রি বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রমের গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান /ল্যাবের সহিত সমন্বিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি।

জুনোসিস এবং আন্তঃ সীমান্তয় প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ গবেষণা প্রকল্প: প্রকল্পটির মেয়াদকাল জুলাই/২০১৯ থেকে জুন/২০২৪ এবং প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ)- ১৫০৪২.০০। প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে-অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ জুনোসিস এবং আন্তঃ সীমান্তীয় প্রাণিরোগের সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে নতুন প্রজন্মের টিকা বীজসহ লাগসই ও কার্যকারী ২৫টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন; নিরাপদ প্রাণিজাত খাদ্যের (দুধ, ডিম এবং মাংস) উৎপাদন ৩৫% বৃদ্ধির জন্য এগ্রো-ইকোলজিক্যাল জোন ভিত্তিক প্রাণিরোগ নিয়ন্ত্রণ মডেল উদ্ভাবনের মাধ্যমে জুনোসিস ও আন্তঃ সীমান্তীয় প্রাণিরোগ মুক্ত অঞ্চল প্রতিষ্ঠা; এবং দ্রুত ও নির্ভুল আন্তঃ সীমান্তীয় প্রাণিরোগ নির্ণয়ের লক্ষ্যে কারিগরী সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্রগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্প: প্রকল্পটির মেয়াদকাল জুলাই/২০১৯ থেকে জুন/২০২২ এবং প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ)- ৩১৩২.০০। প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন; সমাজভিত্তিক ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল উন্নয়ন, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের পুষ্টি সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন; ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের রোগ-বালাই সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন; উচ্চতর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন।

মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প: প্রকল্পটির মেয়াদকাল জুলাই/২০২০ থেকে জুন/২০২৫ পর্যন্ত এবং প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ)- ৬৩১৭.০০। প্রকল্পের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে রয়েছে দেশী নদীর মহিষের দুধ উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জাত উন্নয়ন; দেশে উৎপাদিত সংকর (মুররাহ×দেশী) জাতের মহিষের প্রথম প্রজন্মের উৎপাদনশীলতা যাচাই এবং দ্বিতীয় প্রজন্মের বাচ্চা উৎপাদন; দেশীয় আবহাওয়ায় অভিযোজনের লক্ষ্যে বিশুদ্ধ মুররাহ জাতের মহিষের সিলেকটিভ ব্রিডিং কার্যক্রম গ্রহণ এবং প্রথম প্রজন্মের বাচ্চা উৎপাদন;

দেশি মহিষের নিউক্লিয়াস হার্ডে গড় ল্যাকটেশন দুধ উৎপাদন ৮০০ থেকে ৯০০ কেজিতে উন্নীত করা; খামারী পর্যায়ে গড় ল্যাকটেশন দুধ উৎপাদন ৭০০ থেকে ৭৫০ কেজিতে উন্নীত করা; বিশুদ্ধ মুররাহ মহিষের হার্ডে গড় ল্যাকটেশন দুধ উৎপাদন ১৪০০ থেকে ১৫০০ কেজিতে উন্নীত করা; লাভজনক মহিষ পালন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে ন্যূনতম ৫টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও খামারী পর্যায়ে অভিযোজন ইত্যাদি।

৭। বাজেট

বাৎসরিক রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট (২০০৮-০৯ হতে ২০২০-২১)

উৎস	অর্থ বছর												
	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
রাজস্ব	৬৭৬.০১	৭৬০.০২	৮১৭.৭৩	৯৯০.৫০	১১৫০.২৭	১৪১৫.৪৮	১৫১৪.০০	১৬৫৭.৯৮	২৫৯৭.০০	২৯২৬.০০	৩১২৯.০০	৩৫৭১.০০	৩৪৯৭.০০
উন্নয়ন	৬০৬.০৫	১৮৩৬.০০	১০৭১.৫০	১৩৭০.০৭	৮৬০.০০	১৩১৭.৯০	২২১৯.০০	২৫৯৬.০০	২০৯৪.০০	৩০৩৭.২৯	২৮৭৭.০০	৩০১০.০০	৮২৩৯.০০

৮। আইন ও আইন ও বিধিমালা

সংসদ কর্তৃক গৃহীত ২০১৮ সনের ৫৩ নং আইনটি ৩০ কার্তিক, ১৪২৫ মোতাবেক ১৪ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে এবং আইনটি সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

৯। সুশাসন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম

ক) শুদ্ধাচার চর্চা

অত্র ইনস্টিটিউট ২০১৬-১৭ অর্থ বছর হতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো এর কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা-২০১৭ এর আলোকে বিগত ৪ বছর যাবৎ বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারিকে প্রণোদনামূলক পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া, ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারিগণকে "শুদ্ধাচার অনুশীলন ও প্রয়োগ" শিরোনামে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় শুদ্ধাচার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

খ) সিটিজেনস চার্টার

সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী অত্র ইনস্টিটিউট নাগরিকদের বিভিন্ন সেবা প্রদান করে থাকে। গত ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রাথমিক সম্প্রসারণ কার্যক্রমে আওতায় মোট ১০২৩ জন খামারীকে প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর পরামর্শ প্রদান করেছে। ইনস্টিটিউটে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

গ) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা

জনবান্ধব ও সেবামুখী জনপ্রশাসন গড়ে তোলাই অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য। অত্র ইনস্টিটিউটে সেবার মান উন্নয়ন এবং কর্মচারীদের মধ্যে স্বপ্রণোদিতভাবে সেবা প্রদানে এগিয়ে আসার মনেবৃত্তি তৈরির লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির আওতায় অত্র ইনস্টিটিউট অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন বাস্তবায়নে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করছে।

ঘ) তথ্য অধিকার আইন

নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত কল্পে অত্র ইনস্টিটিউটে একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োজিত আছেন। তথ্য অধিকার আইন সরকারি কর্মকান্ডের স্বাচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি এবং নাগরিকের ক্ষমতায়ন করছে। ফলে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাচ্ছে দুর্নীতি হ্রাস হ্রাস পাচ্ছে এবং সুশাসন জোরদার হচ্ছে। ইনস্টিটিউটের কর্মচারী ও প্রশিক্ষণে আগত প্রশিক্ষণার্থীদের এ আইন সম্পর্কে সচেতন করা হয়।

ঙ) সেবা সহজীকরণ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে অত্র ইনস্টিটিউটের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৯-২০ এর আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের ১.৪.১ ধারা মোতাবেক ন্যূনতম একটি সেবা সহজিকরণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এমতাবস্থায় লাইব্রেরির একটি সেবা সহজিকরণ করা হয়েছে, সেবাটি সহজিকরণের ফলে ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীবৃন্দ লাইব্রেরিতে উপস্থিত না হয়েও শুধু একটি রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে বিএলআরআই LAN এর সাথে যুক্ত যে কোন কম্পিউটার থেকে লগইন করে The Essential

Electronic Library (TEEAL) এর ০৫ (পাঁচ) লক্ষাধিক ফুলটেক্সট আর্টিকেল পড়তে ও ডাউনলোড করতে পারছেন। সহজিকরণকৃত সেবাটি অত্র ইনস্টিটিউটের সকল বিজ্ঞানীগণ বিনামূল্যে গ্রহণ করছে।

চ) ই-ফাইলিং/ইসেবা

অত্র ইনস্টিটিউটের দাপ্তরিক সকল কার্যক্রম ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে। সকল বিভাগ ও শাখাসমূহে ই-নথি ব্যবহারের ফলে কাজে গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে সময় কম লাগছে এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ছ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

অত্র ইনস্টিটিউট ২০১৬-১৭ অর্থ বছর হতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। অত্র ইনস্টিটিউট ২০১৯-২০ অর্থ বছরে দপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে এপিএ অর্জনে ১ম স্থান অধিকার করেছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০২০-২১ অনুযায়ী ইনস্টিটিউটের কৌশলগত দিকসমূহের ২৩টি কার্যক্রমের বিপরীতে ২১ টি কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে এবং অগ্রগতি ছিলো ৯৯%। আব্যশিক কৌশলগত দিকসমূহের ক্ষেত্রে অর্জন হয়েছে ৯০%। মোট কার্যক্রমের ৮৫.৫ % অর্জন হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে ১২ টি মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ৪ টি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন এবং ১টি অর্ধ বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে যথাসময়ে দাখিল করা হয়েছে। এছাড়া, ২০২১-২২ অর্থ বছরের অত্র ইনস্টিটিউটের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন, উক্ত চুক্তি স্বাক্ষরকরণ এবং বিদ্যমান দুটি আঞ্চলিক কেন্দ্রের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

জ) আন্তর্জাতিক সংস্থা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম

প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে বিএলআরআই, দেশী/বিদেশী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বিসিএসআইআর, International Livestock Research Institute (ILRI) এবং Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT) এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অত্র ইনস্টিটিউট এর আওতায় বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মোট ৪ টি গবেষণা কার্যক্রম চলমান। ২০১৮-১৯ অর্থ বছর হতে ৭টি গবেষণা কার্যক্রম এনএটিপি-২ এর আওতায় পরিচালিত হচ্ছে।

মান সম্পন্ন ও নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণ ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বিএলআরআই এর বিজ্ঞানীগণ নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিকূলতা স্বত্ত্বেও অত্র ইনস্টিটিউট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দশনা ও বর্তমান সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নসহ নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানে অত্র ইনস্টিটিউট বদ্ধপরিকর।